২০-০৪-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের সাথে যা কিছুই ঘটুক না কেন, সব সহ্য করেও এই অন্তিম জন্মে অবশ্যই পবিত্র থাকতে হবে, কেননা বাবা একমাত্র পবিত্র আত্মাদেরই সেবা নিয়ে থাকেন।"

প্রশ্ন :- অন্তিম দৃশ্য কি হবে ? যা বোঝার জন্য খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন ?

উত্তর :- এই অন্তিম দৃশ্যে সবাইকে নিজধামে ফিরে যেতে হবে। তাই বলা হয়- রাম গেল, রাবণও গেল। অবশিষ্ট আত্মা যারা থাকবে তারা সৃষ্টিকে পরিচ্ছন্ন করে নতুন দুনিয়া স্থাপন করবে। আমরা ফিরে যাবো এবং আবার জন্ম নেব- যখন বিজয় হবে। ভারতই জয়ী হবে, বাকি সব ধ্বংস হয়ে যাবে। রাজস্ব পেয়ে তারাই ধনবান হবে, যারা বেঁচে থাকবে। তাদের ঘরেই আমাদের জন্ম হবে। এভাবেই আমরা সৃষ্টি-জগতের মালিক হব। এসব বোঝার জন্য অবশ্য বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন।

গীত :- নয়নহীন কো রাহ্ দিখাও প্রভু .....।
(অন্ধকে সঠিক পথের দিশা দেখাও ভগবান.....।)

ওম্ শান্তি! বাচ্চারা গীত তো শুনলে। জগতের মানুষ বলে থাকে, প্রভু আমরা অন্ধ। তাই তো প্রতি মুহূর্তে এদোরে, ওদোরে হোঁচট খেতেই থাকি। তারা নিজেরাই নিজেদেরকে অন্ধ এবং অন্ধের সন্তান বলে। তাই তো তারা ঈশ্বরকে আসতে বলে। তারা ভিন্ন ভিন্ন গুরুর কাছে, কত মন্দিরে মন্দিরে, বিভিন্ন নদ-নদীর ধারে ধাক্কা খেতেই থাকে। কারণ তারা তো জানে না যে, এই এক পরমাত্মাই হলেন প্রকৃত বাবা। এই বাবাকেও তারা কত ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছে। অথচ, তারাই আবার বলে, ভগবান তো নিরাকার যাঁর কোনও নাম-রূপ থাকে না। কিন্তু, নাম-রূপ ছাড়া তো কোনো কিছুই হয় না। তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, ঈশ্বর কি কখনো নাম-রূপ থেকে পৃথক হতে পারেন ? জগতের মানুষ তো নিজে থেকে তাঁকেই উদ্দেশ্যে করে গান গেয়ে থাকে- 'অন্ধ আমরা।' বাবা এসে যখন সঠিক পথের দিশা দেন, একমাত্র তখনই তোমরা সোজা (পুণ্যের) পথে চলতে পারো। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি স্বয়ং তোমাদের সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের এই জ্ঞানের পাঠ পড়ান এবং তিনিই মুক্তি এবং জীবন-মুক্তির পথ বলে দেন। কিন্তু, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সাধু-সন্ন্যাসীরা কখনোই মুক্তি কিম্বা জীবন-মুক্তির পথ দেখাতে পারে না। সেক্ষেত্রে তাদেরকে কিভাবেই বা গুরু বলা সম্ভব ! ভারতকে পবিত্র বানাবার জন্য ড্রামাতে অবশ্যই ওঁনারও অভিনয়ের পার্ট আছে। অন্যেরা যদিও বা পবিত্র আত্মা হতে পারেন, কিন্তু জ্ঞান-যোগের ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ পবিত্র হতে পারে না। তারা ঔষধি সেবনের দ্বারা নিজেদের ইন্দ্রিয়গুলিকে অসাড় করে প্রায় চেতনাহীন হয়ে থাকেন, তাই তারা শক্তিহীন। শক্তি তো তখনই বৃদ্ধি পাবে, যখন গৃহস্থ পরিবারে থেকেও, স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই স্বয়ম্বরের মাধ্যমে বিবাহ করে, একে অপরের সাথে থেকেও পবিএ থাকতে সক্ষম হবে। তাদেরকে বলা হয় বাল ব্রহ্মচারী যুগল। এখানে বাবার কাছ থেকে সেই শক্তিই পাওয়া যায়। পরমপিতা পরমাত্মাই স্বয়ং এসে সেই পবিত্র মার্গের স্থাপনা করেন। সত্যযুগে দেবী-দেবতারা পবিত্র ও প্রবৃত্তি-মার্গ সম্পন্ন আত্মা ছিলে । তারা পবিত্র থাকা সত্ত্বেও তাদের সন্তানাদিও ছিল। জগতের মানুষ এটা জানে না যে, পরমপিতা পরমাত্মা এখানে বসে কিভাবে তোমাদেরকে শক্তি প্রদান করে থাকেন, যার ফলে তোমরা ঘর-সংসারে থেকেও অপবিত্র হও না। যে রকম দ্রৌপদী যখন ঈশ্বরকে আহ্বান করে বলেছিল- 'দুঃশাসন আমার বস্ত্র-হরণ করছে,' সেইরকম এখানেও অনেক কন্যারা পরমাত্মাকে

ডাকে অপবিত্র হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য। এখন তাই পরমাত্মা স্বয়ং এসেছেন, তোমাদেরকে ২১-জন্মের জন্য অপবিত্র হওয়ার থেকে রক্ষা করতে। দ্রৌপদী কোনও বিশেষ একজন নয়, তোমরা সবাই এক একজন দ্রৌপদী। যেহেতু তোমরা বাচ্চারা বাবার থেকে জ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেছ, এজন্য স্বামী যদি মারধরও করে, তবুও তোমাদের তা সহ্য করতে হবে, যেহেতু পবিত্র হতে না পারলে তোমারা সেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক যে হতে পারবে না। প্রতি কল্পেই তোমরা মায়েরা শিব-শক্তিধারী হয়ে আসছ। তারই চিহ্ন স্বরূপ জগৎ-অম্বা সরস্বতীকে বাঘের উপর অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে দেখানো হয়ে থাকে, এই মহিমা তোমাদেরকে উদ্দেশ্য করেই দেখানো হয়। বর্তমানের এই দুনিয়া হল সম্পূর্ণ পতিত দুনিয়া অর্থাৎ আসুরী দুনিয়া। পবিত্র দুনিয়া হল ঈশ্বরীয় দুনিয়া। রাম এসে সেই পবিত্র দুনিয়াতেই রামরাজ্য স্থাপনা করেন। কাম-বিকার যতই শক্তিশালী হোক না কেন, পবিত্রতার প্রাধান্য সর্বাগ্রে। অনেক জ্ঞানী-গুণী মানুষও বলে থাকে যে, পবিত্র থাকা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। অথচ সত্যযুগে দেবী-দেবতারা ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী। তোমরাই তো তাদের মহিমা কীর্তন করে বল, 'আপনি সর্বগুণ সম্পন্ন আর আমরা কত নীচ পাপী-আত্মা।' কিন্তু, তাদেরকে এমন তৈরী করার কারিগর অবশ্যই কেউ আছে - তাই না! বাবা সঙ্গমযুগে এসে সত্যযুগের স্থাপনা করেন। তিনিই এসে এই আসুরী দুনিয়াকে দৈবী দুনিয়াতে পরিবর্তিত করে থাকেন। জগতের মানুষ তো পতিত কথার সঠিক অর্থটাই বোঝে না। আরে, তোমরা পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করে আহ্বান কর, 'হে পতিত পাবন তুমি এসো, আমরা সবাই পতিত হয়ে পড়েছি।' এই ভারতই যখন পবিত্র ছিল, তখন সবাই দ্বি-মুকুটধারী ছিল। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা, প্রত্যেকেরই জীবন-চরিত জানতে পেরেছ, যেহেতু এখন তোমরা এই বাবার সন্তান হয়েছ। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন কেবলমাত্র এক ও একমাত্র পরমাত্মা তথা গড ফাদারই স্মরণে আসবে, যিঁনি হলেন পরমধাম নিবাসী নিরাকার শিববাবা। এরকম প্রকৃত বাবাকে না জানার কারণে জগতের মানুষ এখন এতই দুঃখের মধ্যে আছে। তারা মৃত্যুর সম্মুখীন হতে কত ভয় পায়। কিন্তু স্বয়ং বাবা এখন বলছেন, মৃত্যু তো তোমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে রক্তের বন্যা বইবে, তারপর দুধের নদী বইতে থাকবে।

তাই, বাবা এখন তোমাদের বিষয়-সাগর থেকে উদ্ধার করে অমৃতের সাগরে নিয়ে যাচ্ছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ, অমৃত সাগর এসবই আছে সত্যযুগে। আর এই দুনিয়ায় তো পান করার জন্য পর্যাপ্ত দুধও পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় তা পাউডার-দুধ। কিন্তু সত্যযুগে কোনো জিনিসেরই ঘাটতি থাকে না। পূর্বে আগাগোড়া পুরো ভারতই ছিল স্বর্গরাজ্য। যা এখন নরকে পরিণত হয়েছে। সবাই একে অপরকে মারতে-কাটতে উদ্যত । তাদের মুখশ্রী যদিও মানুষের মতনই, কিন্তু চাল-চলন খুবই খারাপ। তারা নিজেদের মধ্যে সবসময় লড়াই-ঝগড়াতেই ব্যস্ত থাকে। বর্তমানের এই দুনিয়াটাই হল পাপাচারী আত্মাদের দুনিয়া, তাই সদাচারী আত্মারা এখানে আসবেই বা কিভাবে ! কোনো আত্মা দান পূণ্য করলেই কি তিনি সদাচারী হয়ে যাবেন ? এখন তো সবাই রাবণেরই মত অনুসরণ করে থাকে। কিন্তু, দেবতারা কতই না সুখী ছিলেন। রামরাজ্য এবং রাবণ রাজ্য কাকে বলা হয়, সেটাই এখন ভারতবাসী ভুলে গেছে। যদিও তারা রামরাজ্যেরই আকাঙ্খা করে থাকে, কিন্তু সেই রামরাজ্য কে স্থাপনা করে সে ব্যাপারেই তারা অবগত নয়। এই সময় মানুষকে অর্থ সাহায্য করলে, তা দিয়ে তারা পাপ কর্মই করবে, কেননা এই দুনিয়াই এখন পাপাচারী আত্মাদের দুনিয়া হয়ে গেছে। তাই তোমরা ব্রাহ্মণ সন্তানেরা এখন কেবলমাত্র বাবার শ্রীমতেই চলবে। তোমরা হয়তো ভাবছ বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা তো পাবেই, কিন্তু তার জন্য তো এই অন্তিম জন্মে তোমাদের অবশ্যই সম্পূর্ণ পবিত্র হতেই হবে। ৬৩ জন্ম তো তোমরা বিকার-গ্রস্তই ছিলে। এখন এই একটা জন্ম তোমরা

পবিত্রতা রক্ষায় সাহায্য করো, যার জন্য তোমাদেরকে পবিত্র থাকতে হবে। কৃষ্ণও প্রথমে গোরা তথা পবিত্র ছিল, তারপর কাম-রূপ চিতায় অধিষ্ঠান করার ফলে শ্যাম তথা অপবিত্র হয়েছে। আবার জ্ঞান রূপ চিতায় অধিষ্ঠান করার ফলে গোরা তথা পবিত্র হয়ে স্বর্গের মালিক হয়ে থাকে। তেমনি তোমরাও আগে দেবতা ছিলে, যা এখন অসুরে পরিণত হয়েছ। এই চক্রই হল পূজ্য থেকে পূজারী...। সন্ন্যাসীরা বলে থাকে, যিনি আত্মা তিনিই পরমাত্মা। তবে তো তা একদম রাত-দিনের তফাৎ হয়ে যায় ! যদিও অবিনাশী নাটক (ড্রামা) অনুসারে সবাইরই এভাবে নিম্ন-স্তরে আসতে হবে। কিন্তু *এখন তো তোমারা গুরুরও গুরু, পতিদেরও পতি - বেহদের বাবাকে পেয়েছ, তাই অবশ্যই কেবল ওঁনার শ্রীমতে চলতে হবে*। পরমপিতা পরমাত্মাকে তোমরা স্বীকার তো করেই থাক। শিব জয়ন্তীও পালন কর, কিন্তু এটাই সেভাবে বোঝো না যে, শিববাবা এসে কি করেন ! আর কিভাবেই বা তা করেন ? সোমনাথের এত বিশাল মন্দিরও বানিয়েছ। তাহলে নিশ্চয়ই তিনি এই ভারতেই আসেন। কিন্তু তিনি কিভাবে আসেন এবং এসে তিনি কি বা করেন - এসবের কিছুই কিন্তু জগৎবাসী বলতে পারবে না। যদিও বলে এসবই পরম্পরা অনুযায়ী চলেই আসছে। যেরকম বলা হয়ে থাকে গঙ্গা সাগরের মেলা, কুম্ভের মেলা ইত্যাদি পরম্পরা অনুযায়ী হয়ে আসছে। জগতের অন্য মানুষেরা তো এরকম উল্টো কথাই বলে। তাই যদি হয়, তবে কি সত্যযুগেও এই দুনিয়া পতিত ছিল ? তারা যা কিছু বলে, তার প্রকৃত অর্থ কিছুই বোঝে না। একেই বলা হয় ভক্তিমার্গ। যেমন, যীশুখ্রীষ্ট (ক্রাইস্ট) এসেছিলেন, আবার কবে আসবেন ? জগতের মানুষরা এসব কিছুই জানে না। প্রদর্শনীতে তো তোমরা হাজার হাজার আত্মাদেরকে এসব বোঝাও, তবুও কোটির মধ্যে মাত্র কয়েকজনই তা বুঝতে সক্ষম হয়।

এখন তোমরা বেহদের বাবার থেকে বেহদের আশীর্বাদী বর্সা পাচ্ছ। তোমরা জানো কি এখন *এই দুনিয়ার পরিবর্তণ হচ্ছে! তোমরা বলে থাক যে আমাদের সন্ন্যাসীদের সামনে পবিত্র হয়ে দেখাতে হবে, ভবিষ্যতে যা দেখে অন্যেরাও বলবে যে, এদের শিক্ষাদাতা শিক্ষক নিশ্চয় পরমপিতা পরমাত্মা। তোমরা ব্রাহ্মণ সন্তানেরা কেবল এটাকেই প্রমাণ করতে সবাইকে বোঝাও যে, পরমাত্মা সর্বব্যাপী নন, এমন কি গীতা শ্রীকৃষ্ণের বাণী নয়। এসব শোনা মাত্রই তাদের অন্ধশ্রদ্ধা ও ভুল ধারণা সমাপ্ত হবে। অবশ্য তা একেবারে শেষের দিকেই হবে। তোমরা এখন জেনেছ যে, পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন আমাদের প্রকৃত পিতা।* বাবা প্রথমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকরকে সূক্ষ্ম-বতনে রচনা করেন। ব্রহ্মা হলেন প্রজাদের পিতা প্রজাপিতা ব্রহ্মাবাবা। এই ব্রহ্মাবাবাই ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের সৃষ্টি করেন। এই ব্রাহ্মণ শ্রেণীই হল সবচেয়ে উচ্চ মানের। তারা হল শিববাবার মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ সন্তান। জগতের ব্রাহ্মণেরা তো হল কুখ-বংশাবলী (অর্থাৎ বিকারের দ্বারা জন্ম) । বাবার শ্রীমতে চলার ফলে তোমরা পবিত্র হতে চলেছ। দেহধারীদের অবশ্যই ভুলে যেতে হবে। যদিও এর জন্য যথেষ্ট পুরুষার্থের পরিশ্রম করতে হবে। নাটক এবার সমাপ্ত হতে চলেছে, যে সকল অভিনেতারা এসেছে, তাদের প্রায় সবাইকে এবার নিজধামে ফিরে যেতে হবে, অবশিষ্ট কিছু আত্মারা এই ধরায় থাকবে। রামও গেছে, রাবণও গেছে... তবে আর অবশিষ্ট কি বা থাকবে ? অবশ্য দু-তরফেরই অল্প কিছু তো বেঁচে থাকবে। বাকি সবাকেই চলে যেতে হবে। শুধুমাত্র নতুন নতুন বাড়ি-ঘর বানানোর কারিগর এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য কিছু আত্মারা থেকে যাবে এখানে। তবে, সময় তো লাগবে এতে - তাই না! তোমাদেরকেও ফিরে যেতে হবে। তোমাদের জন্ম অবশ্য রাজ-রাজরার ঘরেই হবে। বাকি অন্যেরা ধ্বংস-প্রাপ্ত যা কিছু তার সাফ-সাফাই করবে। বাবা আরও জানাচ্ছেন, যারা জয়ী অর্থাৎ রাজা ইত্যাদি ধনবান সম্পদশালীরা থাকবে, তাদের ঘরেই তোমরা জন্মগ্রহণ করবে। একমাত্র

ভারতেরই এই জয় হবে। বাকী অংশ সব ধ্বংশ প্রাপ্ত হবে। ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ রাজারাই বেঁচে থাকবেন। তোমরা তাদের ঘরেই জন্ম নেবে। পুরো সৃষ্টি-জগতেরই মালিক হবে তোমরা। কিন্তু তা এমন নয় যে, এখানকার এই ধন-সম্পত্তি ওখানেও কাজে আসবে। এখানকার যা ধন-সম্পদ তা তো মূল্যহীণ কানাকড়ির মতন অচল সেখানে। সেখানে সবকিছু নতুন রূপে তৈরি হবে। হীরে-জহরতের খনিগুলিও সম্পদে ভরপুর হয়ে উঠবে। তা না হলে তেমন সুদৃশ্য প্রাসাদ তৈরী হবে কিভাবে ! এসব বোঝার জন্য যথেষ্ট সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন।

তোমরা বাচ্চারা এখন ডবল অহিংসক হয়েছ, তোমাদের ধারণা হয়েছে যে, কোনো প্রকারের হিংসা করা উচিত নয়। কিন্তু বর্তমান জগৎ তো ডবল হিংসার জগৎ, যেখানে সত্যযুগে হিংসার নাম মাত্র থাকে না। তাই তো সত্যযুগকে স্বর্গ বলা হয়। বাবা বলেন, বাচ্চারা তোমরা তো এসব কথা বুঝতে পারো কিন্তু এই জ্ঞান বিত্তশালী আত্মাদের কাছে একটু মুশকিল মনে হয়। *বাবা হলেন গরীবের ভগবান, দীনবন্ধু। শিববাবা হলেন শ্রেষ্ঠ দাতা।* এইসব বাড়ী-ঘর ইত্যাদি যা কিছু, এ সবই তোমাদের জন্য। বাবা বলছেন- তোমাদেরকেই বিশ্বের মালিক বানিয়ে থাকি। ব্রহ্মাবাবা বলেন, তবে আর কি করেই বা আমি সেই নতুন ধামে বসবাস করতে পারি ? শিববাবা বলেন, সেই নতুন জগতে আমি যাবো না, ব্রহ্মাবাবা বলেন, কিন্তু আমিও যদি না যাই, তবে বাচ্চারাই বা কিভাবে যাবে সেখানে! শিববাবা বুঝিয়ে বলেন, "আমি হলাম অভোক্তা (কর্ম ফলের ঊর্ধ্বে) এবং অসোচতা (সকল চিন্তার ঊর্ধ্বে)। এই অভোক্তা এবং অসোচতার অর্থ তো তোমরা জানোই ? আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদেরকে জানায় নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নাটক এখন সম্পূর্ণ (শেষ) হতে চলেছে, এবার নিজধামে ফিরে যেতে হবে, তার জন্য অবশ্য পবিত্র হতে হবে। কোনও দেহধারীদের স্মরণে রাখা চলবে না।

২) বাবার থেকে শক্তি সঞ্চয় করে, এই অন্তিম জন্মে স্ত্রী পুরুষ একসাথে থেকেও পবিত্রতা রক্ষা করে- প্রমাণ দিতে হবে। বেহদের বাবার সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য যখন হয়েছে, তখন তাঁর শ্রীমতে অবশ্যই চলতে হবে।

বরদান:- দৃঢ়তার শক্তি দ্বারা সফলতা প্রাপ্তকারী প্রয়োগশালী, ত্রিকালদর্শী হও (ভব)।

বিস্তার:- বাপদাদার বরদান হল - যেখানে দৃঢ়তা সেখানেই সফলতা। তাই দৃঢ়তার দ্বারা যে কোনও গুণ বা শক্তি প্রয়োগের প্রোগ্রাম তৈরি কর আর প্রথমে নিজে সন্তুষ্টতার অনুভব কর। দৃঢ় সংকল্প এমন হবে যে, "আমাকে এটা করতেই হবে।" অপরের অমনোযোগীতার প্রভাব যেন নিজের উপর না পড়ে । ত্রিকালদর্শী স্থিতির আসনে বসে যেমন সময়, তেমনি বিধির দ্বারা আগে স্বয়ং সিদ্ধি স্বরূপ হও, তবেই প্রয়োগশালী আত্মাদের শক্তিশালী সংগঠন তৈরী হবে আর সেই সংগঠনের কিরণ অনেক কার্য করে দেখাতে পারবে।

*স্লোগান:- সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্তকারী আত্মারাই হল সন্তুষ্টমণি। *